

## বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর একটি পর্যালোচনা

বদরুন্ন নেছা আহমেদ

### ১। ভূমিকা

গত তিন দশক বা তারও বেশি সময় ধরে দরিদ্র মানুষের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে সরকার এবং দাতাগোষ্ঠী উভয়ই তাদের উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে ক্ষুদ্রঋণকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিচ্ছে। বস্তুত এ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের কাছে আর্থিক সুবিধাসমূহ খুব সহজে পৌঁছে দেয়া যায়। আর তাই এই সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়েছে এমন উপকারভোগীর সংখ্যা অনেক।

শুরুর্তে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হতো এনজিও, নির্দিষ্ট কর্মসূচি এবং প্রকল্প অথবা বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে। দেখা গেছে যে, এসব প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছেই পৌঁছাতে পেরেছে, কিন্তু দরিদ্র মানুষের কাছে ক্ষুদ্রঋণকে খুব সহজে পৌঁছে দিতে পারেনি। আর তাই ক্ষুদ্র ঋণের ক্রমাগত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু ক্ষুদ্রঋণ বা মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে নিয়ে কাজ করছে সেহেতু এই প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়িত্বশীলতা (Sustainability) এবং দক্ষতার বিষয়গুলো বর্তমান সময়ে আলোচিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বেসরকারি অনেক উদ্যোক্তা (ব্যাকসহ) ক্ষুদ্রঋণ খাতে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে এই বিতর্ক আরও জোরালো হয়েছে। এই প্রবন্ধে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়িত্বশীলতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে বিষয়টি বিশ্লেষণ করে স্থায়িত্বশীলতার নির্ধারক এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

### ২। বাংলাদেশে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রসারতা

Microcredit Regulatory Authority (MRA) প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অক্টোবর ২০০৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৪,২৪০টি এমএফআই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে (সারণি ১)। তাদের মধ্যে কর্তৃপক্ষ ৪৫৩টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৪,২৪০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেবলমাত্র গুটি কয়েক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমই লক্ষ করার মতো। বস্তুত এই খাতটি গুটি কয়েক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের উপরই নির্ভরশীল। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র ৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান এই খাতের ৮০ শতাংশেরও বেশি মার্কেট পরিচালনা করছে (MRA ২০০৯)।

সারণি ১

বিভিন্ন অবস্থার মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (অক্টোবর, ২০০৯ পর্যন্ত)

\*গবেষণা সহযোগী, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ঢাকা।

| অবস্থা   | সংখ্যা |
|--|--------|
| লাইসেন্স প্রাপ্ত এনজিও-এমএফআই                                  | ৪৫৩    |
| দরখাস্তকৃত প্রতিষ্ঠান  | ৬৯৩    |
| দরখাস্ত বাতিলকৃত প্রতিষ্ঠান                                    | ১,৭২২  |
| ছোট প্রতিষ্ঠান যাদেরকে ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে | ১,৩৭২  |
| মোট  | ৪,২৪০  |

উৎস: NGO-MFIs in Bangladesh, MRA-2009।

### ৩। স্থায়িত্বশীলতা

ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে স্থায়িত্বশীলতাকে বিভিন্ন স্তরের বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন প্রাতিষ্ঠানিক, সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত। এই বিভাজনকে সাংগঠনিক, ব্যবস্থাপনা (Management) এবং আর্থিক বিভিন্ন দিকের সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে (Sa-Dhan 2003)। বন্দুত ঋণী সদস্য বা ঋণগ্রহীতার আর্থিক স্থায়িত্বশীলতার জন্যই ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্বশীলতার বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।

#### ৩.১। আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং স্থায়িত্বশীলতা

দাতা সংস্থার মতামতের উপর ভিত্তি করে দু'ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে (Self-sufficiency) সংজ্ঞায়িত করেছে “Guiding Principles for Selecting and Supporting Intermediaries।” একই সাথে এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো কতটুকু সময় লাগতে পারে তাও নির্ধারণ করেছে। যা পরবর্তী সময়ে Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) কর্তৃক পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এই দু'ধরনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা হচ্ছে আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা (financial self-sufficiency) এবং পরিচালন স্বয়ংসম্পূর্ণতা (operating self-sufficiency)। পরিচালন স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর অবশ্যই পরিচালনা আয় থেকে প্রশাসনিক খরচ বহন করার এবং ঋণের ক্ষতিপূরণ (loan loss) করার সামর্থ্য থাকতে হবে। তাদের মতে, সফল ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩ থেকে ৭ বছরের মধ্যে এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। অন্যদিকে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা তখন অর্জন করবে, যখন মূল্যস্ফীতি, ভর্তুকি এবং অন্যান্য ব্যয় সামঞ্জস্য করার পর তারা পরিচালনা আয় থেকে প্রশাসনিক খরচ বহন এবং ঋণের ক্ষতিপূরণ করতে পারবে। সাধারণত একটি সফল মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে।

মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা পরিমাপের জন্য যে ধরনের উপাত্ত দরকার তা অপ্রতুল। তবে Microfinance Information Exchange (MIX) থেকে এশিয়ার আটটি দেশের মোট ১১৭টি মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, সীমাবদ্ধতা এবং সুবিধাদি পরিমাপের জন্য ২০০৫ থেকে ২০০৭ এই তিন বছরের আর্থিক বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। এর উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

MIX থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বাংলাদেশে একটি লাভজনক ক্ষুদ্রঋণ খাত আছে বলে সমর্থন করে, যেহেতু সম্পদ থেকে আয় (Return from assets) এবং পুঁজি থেকে আয় (return from equity) ধনাত্মক (positive)। আর তাই এ কথা বলা যায় যে, নমুনাতে (sample) যেসব মাইক্রোফিন্যান্স

<sup>১</sup>MIX market- financial data and social performance indicators for microfinance institutions. [www.mixmarket.org](http://www.mixmarket.org).

প্রতিষ্ঠান অশুভবৃত্ত আছে তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে যথেষ্ট আয় করে যা দিয়ে তারা তাদের সমস্‌ড় ব্যয় পূরণ করতে সমর্থ (সারণি ২)।

## সারণি ২

## আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিভিন্ন সূচকসমূহ

| সূচকসমূহ                     | ২০০৫  | ২০০৬  | ২০০৭  |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| সম্পদ থেকে আয় (%)           | ৪.৫   | ৪.০   | ৩.০   |
| পুঁজি থেকে আয় (%)           | ১৩.১  | ১১.৭  | ১৬.০  |
| পরিচালন স্বয়ংসম্পূর্ণতা (%) | ১৫১.৭ | ১৪৫.৩ | ১১৭.৩ |
| আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা (%)  | ১২৮.৬ | ১২৪.০ | ৯৮.৬  |

উৎস: Mix market data of 2005-07 trend lines MFI benchmarks।

একই সাথে দেখা যায় যে, পরিচালন স্বয়ংসম্পূর্ণতা ১১৭ শতাংশ থেকে ১৫১ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। এই অনুকূল অবস্থাই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করেছে MFI Network Association অথবা Credit and Development Forum (CDF)-এর মাধ্যমে এই খাতে সরাসরি বিনিয়োগ করার জন্য। আশা করা যাচ্ছে, বাণিজ্যিক যোগসূত্র বাড়ার কারণে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক তহবিলের পর্যাপ্ততা এবং প্রবৃদ্ধি আরও বৃদ্ধি পাবে যা এই খাতের ভবিষ্যৎ লাভজনকতাকে (profitability) আরো ত্বরান্বিত করবে।

বন্দুত মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা অর্জন করে তখনই যখন তাদের আয় ব্যয়কে ছাড়িয়ে যায়। প্রথমত, এমএফআই'রা তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারবে যখন তারা তাদের সম্পদের বেশিরভাগ অংশ ঋণের লগ্নি পত্রে (loan portfolio) বিনিয়োগ করবে, যা তাদের জন্য সর্বোচ্চ উৎপাদনক্ষম সম্পদ (highest yielding asset)। প্রতিষ্ঠানের আকার এবং বয়স বিবেচনা করেই বলা যায় যে, বাংলাদেশের এমএফআই'রা তাদের সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (প্রায় ৭৮ শতাংশ) ঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ করে, যা এশিয়ার আঞ্চলিক গড়কে (৭১ শতাংশ) ছাড়িয়ে গেছে (MIX market data of 2005-07)। দ্বিতীয়ত, মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ব্যয় কমানোর মাধ্যমে মুনাফা বাড়াতে পারে। বাংলাদেশের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা ব্যয়ের (operating expenses) দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলির মতোই। কেননা তাদের পরিচালনা ব্যয় মোট ব্যয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (সারণি ৩)।

## সারণি ৩

## মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ের ধরন

| ব্যয়ের ধরন                | ২০০৫ | ২০০৬ | ২০০৭ |
|----------------------------|------|------|------|
| মোট ব্যয়/সম্পদ (%)        | ১৭.৪ | ১৮.৩ | ২২.২ |
| আর্থিক ব্যয় / সম্পদ (%)   | ৬.২  | ৬.৮  | ৭.৫  |
| পরিচালনা ব্যয় / সম্পদ (%) | ১০.৭ | ১০.৭ | ১১.৮ |

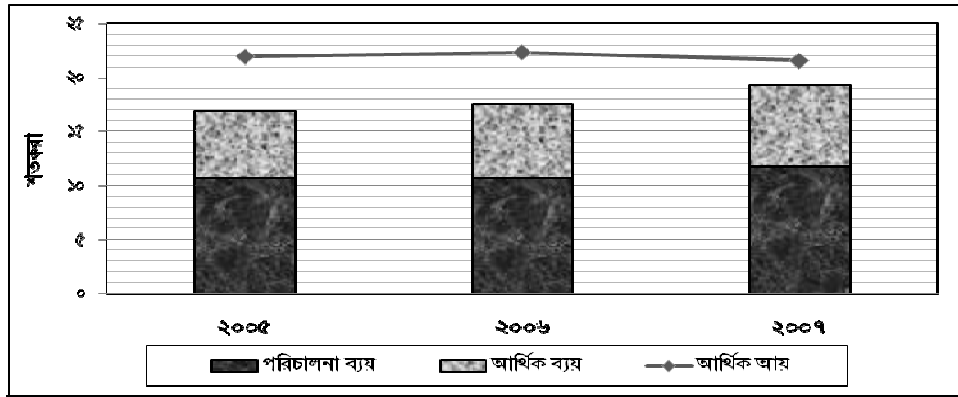
উৎস: Mix market data of 2005-07 trend lines MFI benchmarks।

MIX উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে আরও দেখা যায় যে, পরিচালনা ব্যয় গড়ে খুবই কম; মোট সম্পদের প্রায় ১১ থেকে ১২ শতাংশ। পরিচালনা ব্যয় কম হবার কারণ হচ্ছে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতা বেশি এবং ব্যক্তিগত খরচ খুবই কম। তবে বাংলাদেশের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো বাধ্যতামূলক সদস্য সঞ্চয় (Compulsory saving) এবং পলটী

কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) মতো সহজ উৎস থেকে ঋণের অর্থ সংস্থানের কারণে সমসাময়িক অন্যান্য দেশের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় অনেক এগিয়ে আছে। এই দুই সস্তা উৎস (cheaper sources) থেকে অর্থ সংস্থানের কারণে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক খরচ মোট সম্পদের ৬ শতাংশ থেকে ৭.৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং এই খাতের মুনাফা অর্জন অনেক বেড়েছে (সারণি ৩)।

চিত্র ১ থেকে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা অর্জনের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে, নমুনার মধ্যে যেসব মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান অশুভ্রুজ আছে তাদের অর্থের মূল যোগানদাতা যেহেতু পিকেএসএফ সেহেতু তাদের আয় ও ব্যয়ের ধরনেও কম ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন ও কার্যকরি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা যায়, যা কিনা মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করেছে সুদের হার ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২.৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে এবং বাধ্য করেছে প্রাতিষ্ঠানিক সমজাতীয়তা বজায় রাখতে।<sup>১</sup>

চিত্র-১: মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ের তারতম্য

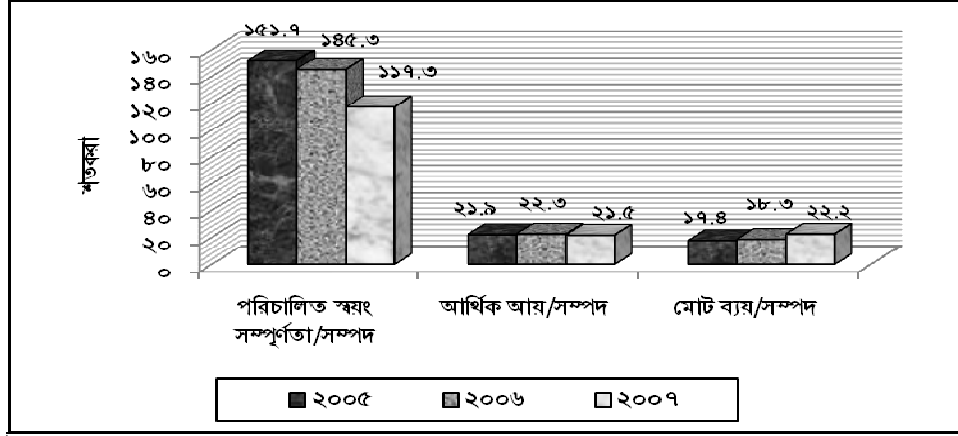


উৎস: Mix market data of 2005-07 trend lines MFI benchmarks।

যদিও তিন বছরের উপাত্ত খুবই সীমাবদ্ধ ধারা বিশ্লেষণকে (trend analysis) সমর্থন করে, তবুও বলা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা কমেছে যেহেতু পরিচালন স্বয়ংসম্পূর্ণতা (operating self-sufficiency) ১৫১ শতাংশ থেকে ১১৭ শতাংশে কমে এসেছে (চিত্র ২)। মুনাফা কমার পেছনে আর্থিক আয় কমে যাওয়া এবং মোট ব্যয় বেড়ে যাওয়াকে যুগ্মভাবে দায়ী করা যায়। দেখা গেছে, ২০০৫ থেকে ২০০৭ এই তিন বছরে আর্থিক আয় (মোট সম্পদের অংশ হিসেবে) ২১.৯ শতাংশ থেকে কিছুটা কমে ২১.৫ শতাংশ হয়েছে এবং মোট খরচ ১৭.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২২.২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

চিত্র ২: মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভজনকতার পরিমাপ

<sup>১</sup> PKSF, Annual Report 2004, [http://www.pksf-bd.org/annual\\_report2004/annual\\_report\\_cont.html](http://www.pksf-bd.org/annual_report2004/annual_report_cont.html).



উৎস: Mix market data of 2005-07 trend lines MFI benchmarks ।

তাছাড়া কর্মচারী প্রতি ঋণগ্রহীতার (১৬৮ জন) দিক থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত দক্ষ ও উৎপাদনক্ষম এবং তাদের পরিচালনা দক্ষতার (operating efficiencies) অনুপাত (ratio) ১৪.৯ শতাংশ। সারণি ৪ থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, এশিয়ার অন্যান্য মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক বেশি দক্ষ যেহেতু গড়ে তারা কর্মচারী প্রতি কম ঋণগ্রহীকে সেবা প্রদান করে। অন্যদিক দিয়ে ঋণের বকেয়ার (loan outstanding) খরচ ঋণগ্রহীতা প্রতি ১৫ ডলারের কম, যা বেশি উৎপাদনশীতা এবং কম মজুরি ব্যয়কে নির্দেশ করে। এই সুবিধার কারণে বাংলাদেশের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর গড়ে পরিচালনা ব্যয় ১৫ শতাংশেরও কম ধার্য করতে পারে।

## সারণি ৪

## মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার সূচকসমূহ

| সূচকসমূহ                          | বাংলাদেশ |       |      | এশিয়া |
|-----------------------------------|----------|-------|------|--------|
|                                   | ২০০৫     | ২০০৬  | ২০০৭ | ২০০৭   |
| পরিচালনা ব্যয়/ঋণের লগ্নিপত্র (%) | ১৩.৪     | ১৩.১৩ | ১৪.৯ | ২১.৬   |
| প্রতি ঋণগ্রহীতা বাবদ ব্যয় (ডলার) | ৯        | ১০    | ১২   | ৬০     |
| কর্মচারী প্রতি ঋণগ্রহীতা (সংখ্যা) | ২০৬      | ১৮১   | ১৬৮  | ১৭৩    |

উৎস: Mix market data of 2005-07 trend lines MFI benchmarks ।

ঋণের লগ্নিপত্রের মানের (Portfolio quality) দিক থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর লগ্নিপত্রের মান ততটা ভালো নয়। তবে তা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় তুলনামূলকভাবে ভালো। ত্রিশ দিনের বেশি যেসব লগ্নিপত্র আছে তাদের ঝুঁকি (Portfolio at risk over 30 days) গড়ে ৪.৫ শতাংশ, যা কিনা পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার আঞ্চলিক গড়ের (১.৯ শতাংশ) প্রায় আড়াই গুণ অথবা মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার (২.১ শতাংশ) দ্বিগুণেরও বেশি।\*

\* Mix market data of 2005-07 trend lines MFI benchmarks. [www.mixmarket.org](http://www.mixmarket.org).

সারণি ৫ থেকে বলা যায়, ২০০৫ থেকে ২০০৭ এই তিন বছরে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর লগ্নিপত্রের গুণগতমান কমেছে, যা write off ratio এবং loan loss rate বাড়ার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

সারণি ৫  
মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর লগ্নিপত্রের গুণগতমান

| লগ্নিপত্রের মান                       | ২০০৫  | ২০০৬  | ২০০৭  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| লগ্নিপত্রের ঝুঁকি - ৩০ দিনের বেশি (%) | ২.২   | ২.১   | ৪.৫   |
| লগ্নিপত্রের ঝুঁকি - ৯০ দিনের বেশি (%) | ১.৮   | ১.৭   | ৩.৪   |
| Write off ratio (%)                   | ১.৭   | ১.৩   | ২.১   |
| Loan loss rate (%)                    | ০.৯   | ১.০   | ২.০   |
| Risk coverage ratio (%)               | ৭৯৪.৪ | ৪৪০.৫ | ১০০.৬ |

উৎস: Mix market data of 2005-07 trend lines MFI benchmarks।

### ৩.২। মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপ্তি, আর্থিক উৎসের ধরন এবং স্থায়িত্বশীলতা

মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়িত্বশীলতার ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে দু'ধরনের মতাদর্শের মধ্যে (two school of thoughts) ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। প্রথম মত হচ্ছে, উপকারভোগীদের পক্ষে (intended beneficiary)— যা উপকারভোগী পরিবারের উপর ক্ষুদ্রঋণের প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। দ্বিতীয় মত হচ্ছে, মধ্যস্থতাকারীদের (Intermediary) পক্ষে যা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি এবং স্থায়িত্বশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে (Hulme and Mosley 1996)।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো পরিণত (Maturity) হবার সাথে সাথে এই খাতের প্রবৃদ্ধি ক্রমাগত বাড়তে শুরু করেছে। একই সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্য সংখ্যা এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা অপ্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই কারণে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন নতুন খাতে ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে এবং ঋণের ধরন ও সেবার মান পরিবর্তন করেছে।

#### ৩.২.১। মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি (Outreach)

কেবলমাত্র বহুসংখ্যক মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা দক্ষতা ছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠানের শাখার বাৎসরিক বৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো। ২০০৭ সাল পর্যন্ত নতুন শাখা উদ্বোধন করার ক্ষেত্রে তারা বাৎসরিক ২৭.৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে (সারণি ৬)।

সারণি ৬  
এমএফআই'দের শাখার প্রবৃদ্ধির হার

| সংস্থা | মোট শাখা      |               | বাৎসরিক পরিবর্তন | প্রবৃদ্ধির হার |
|--------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|        | ডিসেম্বর ২০০৭ | ডিসেম্বর ২০০৬ |                  |                |

|                | (সংখ্যা=৫৩৫) | (সংখ্যা=৬১১) |       |       |
|----------------|--------------|--------------|-------|-------|
| এনজিও-এমএফআই   | ১২,০৯৬       | ৯,০৪৯        | ৩,০৪৭ | ৩৩.৬৭ |
| গ্রামীণ ব্যাংক | ২,৪৮১        | ২,৩১৯        | ১৬২   | ৬.৯৯  |
| পিডিবিএফ       | ২৩১          | ২৩৭          | -৬    | -২.৫৩ |
| আরডিএস         | ১২৯          | ১১৮          | ১১    | ৯.৩২  |
| সর্বমোট        | ১৪,৯৩৭       | ১১,৭২৩       | ৩,২১৪ | ২৭.৪২ |

উৎস: Bangladesh Microfinance Statistics, CDF-InM, 2007।

২০০৭ সাল পর্যন্ত ৩৩.১ মিলিয়ন সক্রিয় সদস্য এবং ৪৯.২ মিলিয়ন ক্রমবর্ধিষ্ণু ঋণগ্রহীতাকে নিয়ে এই খাতের ঋণগ্রহীতার প্রবৃদ্ধি হার (১৮.৮২ শতাংশ) সক্রিয় সদস্যের প্রবৃদ্ধির হারকে (১৪.২৩) ছাড়িয়ে গেছে (সারণি ৭)। সক্রিয় সদস্য তারা ই যারা নিয়মিতভাবে গ্রুপ মিটিংএ অংশ নেন, সঞ্চয় জমা দেয় এবং ঋণের বকেয়া পরিশোধ করে। বিশেষত্বগে দেখা যায় যে, এই খাতের প্রবৃদ্ধির পেছনে মুখ্য ভূমিকা রাখছে এনজিও-মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবৃদ্ধির হার বেশি এবং সেই সাথে গ্রাহকের ভিত্তি (client base) বেশি হবার কারণে প্রতি বছরই তারা যথেষ্ট সংখ্যক অতিরিক্ত ঋণগ্রহীতা আকৃষ্ট করতে পারছে। উপাত্ত থেকে আরও দেখা যায় যে, ২০০৭ সালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ৯.২ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতার মধ্যে এনজিও-মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান ৮.৩ মিলিয়ন, যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঋণগ্রহীতাদের ৯০ শতাংশ।

#### সারণি ৭

#### মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্য ও ঋণগ্রহীতার বণ্টন

| ঋণপ্রদানকারী সংস্থা | সক্রিয় সদস্য<br>(মিলিয়ন) |                  | ক্রমবর্ধিষ্ণু সদস্য<br>(মিলিয়ন) |                  | সদস্যের<br>বাৎসরিক<br>পরিবর্তন | ঋণগ্রহীতার<br>বাৎসরিক<br>পরিবর্তন | সদস্যের<br>প্রবৃদ্ধি<br>হার | ঋণ<br>গ্রহীতার<br>প্রবৃদ্ধি<br>হার |
|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                     | ডিসেম্বর<br>২০০৭           | ডিসেম্বর<br>২০০৬ | ডিসেম্বর<br>২০০৭                 | ডিসেম্বর<br>২০০৬ |                                |                                   |                             |                                    |
| এনজিও-এমএফআই        | ২৩.৯৬                      | ২০.৫১            | ৩৯.১২                            | ৩০.৭৬            | ৩.৪৫                           | ৮.৩৬                              | ১৬.৭৯                       | ২৭.২০                              |
| গ্রামীণ ব্যাংক      | ৭.৪১                       | ৬.৯১             | ৭.৪১                             | ৬.৯১             | ০.৫                            | ০.৫                               | ৭.২৭                        | ৭.২৮                               |
| পিডিবিএফ            | ১.২৫                       | ১.১৮             | ২.৩৫                             | ২.০১             | ০.০৭                           | ০.৩৪                              | ৬.৪১                        | ১৭.২০                              |
| আরডিএস              | ০.৫২                       | ০.৪১             | ০.৩৫                             | ০.৩              | ০.১১                           | ০.০৫                              | ২৬.১৬                       | ১৮.৭৩                              |
| সর্বমোট             | ৩৩.১৪                      | ২৯.০১            | ৪৯.২৩                            | ৩৯.৯৮            | ৪.১৩                           | ৯.২৫                              | ১৪.২৩                       | ১৮.৮২                              |

উৎস: Bangladesh Microfinance Statistics, CDF-InM, 2007।

প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে গড়ে মাথাপিছু ঋণগ্রহীতার ঋণের পরিমাণেও (Average loan size per borrower) ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ২০০৫ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে এই ঋণের পরিমাণ ২৬২ ডলার (প্রায় ১৮৩০৯ টাকা) থেকে বেড়ে ৩০৩ ডলার (প্রায় টাকা ২১২২৯) হয়, যা আমাদের মাথাপিছু আয়ের মাত্র ৪৯ শতাংশ।<sup>১</sup> গড় ঋণের পরিমাণ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী সূচক (Proxy indicator) হিসেবে কাজ করে। আর তাই এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের এমএফআই'রা তাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে সমাজের নিম্ন আয়ের লোকদের ক্ষুদ্রঋণ সেবা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে (সারণি ৮)।

<sup>১</sup> বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার ডলার প্রতি ৭০ টাকা (৩ অক্টোবর ২০১০) হিসেবে।

<sup>২</sup> ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ৬৭৬ ডলার। সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১০।

সারণি ৮  
মাথাপিছু ঋণগ্রহীতার গড় ঋণের পরিমাণ

| অনুপাত                       | ২০০৭   | ২০০৬   | ২০০৫   | প্রবৃদ্ধির হার |            | ২০০৫ সাল থেকে<br>২০০৭সাল পর্যন্ত ৩<br>বছরের প্রবৃদ্ধির হার |
|------------------------------|--------|--------|--------|----------------|------------|--|
|                              |        |        |        | ২০০৬ - ২০০৭    | ২০০৫- ২০০৬ |  |
| গড় ঋণের<br>পরিমাণ<br>(টাকা) | ২১,২২৯ | ১৯,৮০৬ | ১৮,৩০৯ | ৭.১৮           | ৮.১৮       | ১৫.৯৫  |
| মহিলা                        | ২১,১৯২ | ২০,১৮৮ | ১৮,৪৬৫ | ৪.৯৭           | ৯.৩৩       | ১৪.৭৭  |
| পুরুষ                        | ২১,৫১৯ | ১৭,২৯৪ | ১৭,১৮৪ | ২৪.৪৩          | ০.৬৪       | ২৫.২৩  |

উৎস: Bangladesh Microfinance Statistics, CDF-InM, 2007।

গড় ঋণের পরিমাণ ছাড়াও শতকরা মহিলা সদস্যের সংখ্যাও প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তির গভীরতা নির্ণয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই কথা প্রচলিত ছিল যে, মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর সুফলভোগীদের মধ্যে বেশির ভাগই মহিলা। কিন্তু ২০০৭ সালে এসে দেখা যায় যে, মহিলা সদস্যের সংখ্যা মোট সদস্যের ৮৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও এই সংখ্যা অনেক বেশি তবুও পুরুষ সদস্যরা মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের কাছে ধীরে ধীরে গুরুত্ব পাচ্ছে। যেহেতু এমএফআই'রা তাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি ঋণের ধরনেও বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে। তবে এই পরিবর্তন শহরের ক্ষেত্রে প্রকট (সারণি ৯)।

সারণি ৯  
মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের পুরুষ ও মহিলা সদস্যের বন্টনের হার

| ধরন     | অনুপাত        | ২০০৭  | ২০০৬  | ২০০৫  |
|---------|---------------|-------|-------|-------|
| গ্রাম   | মহিলা : পুরুষ | ৮৪:১৬ | ৮১:১৯ | ৮০:২০ |
| শহর     | মহিলা : পুরুষ | ৭১:২৯ | ৭৫:২৫ | ৮৮:১২ |
| সর্বমোট | মহিলা : পুরুষ | ৮৩:১৭ | ৮০:২০ | ৭৯:২১ |

উৎস: Bangladesh Microfinance Statistics, CDF-InM, 2007।

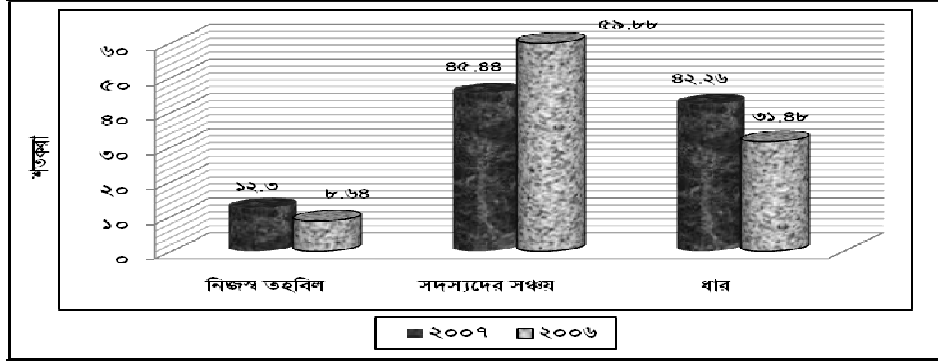
৩.২.২। মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উৎসের ধরন

বাংলাদেশের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত পত্রের (Balance Sheet) কাঠামো এটাই প্রমাণ করে যে, তাদের মোট ঋণ ও মোট পরিসম্পদের অনুপাত (leveraged) প্রায় স্থিতিশীল। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে তারা যে পরিমাণ অর্থ সংস্থান করে তার মধ্যে নিজস্ব তহবিলের অবদান মাত্র ১২ শতাংশ। অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি অর্থ সংস্থান হয় যথাক্রমে সদস্যদের সঞ্চয় এবং পিকেএসএফ ও স্থানীয় এনজিও থেকে। তবে চিত্র ৩ হতে দেখা যাচ্ছে, ২০০৬ এবং ২০০৭ এই এক বছরে মোট অর্থ সংস্থানে এই উৎসগুলোর অংশের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। চিত্রটি হতে দেখা যাচ্ছে ২০০৬ সালে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট অর্থ সংস্থানে সদস্যদের সঞ্চয়ের অংশ যেখানে ৫৫.৮৮ শতাংশ ছিল তা ২০০৭ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫.৪৪ শতাংশে। অপরদিকে ২০০৬ সালে



নিজস্ব তহবিলের অংশ যেখানে ৮.৬৪ শতাংশ ছিল ২০০৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২.৩ শতাংশে। এই অবস্থা প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্বশীলতা নির্দেশ করছে।

চিত্র ৩: মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উৎসগুলোর অবদান



উৎস: Bangladesh Microfinance Statistics, CDF-InM, 2007 থেকে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে নির্গত।

পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। সারণি ১০ হতে দেখা যাচ্ছে, ২০০৫ হতে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সময়ে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমাগত বর্ধিত পরিমাণে অর্থের যোগান দিয়ে যাচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ২,০৩৭.৫১ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করেছে, যার মধ্যে ১,৭৪৯.২৭ মিলিয়ন টাকা বণ্টন করা হয়েছে মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় (mainstream program) এবং ২৮৮.২৪ মিলিয়ন টাকা বণ্টন করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায়।<sup>১</sup> অন্যদিকে স্থানীয় এনজিও-মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোও ছোট এনজিও-মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ প্রদান কার্যক্রমে যথেষ্ট সাহায্য করে আসছে এবং এর পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে (সারণি ১০)। সারণি ১০ হতে দেখা যাচ্ছে, অর্থের যোগানের ক্ষেত্রে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ তহবিলও ক্রমাগত বর্ধিত পরিমাণে অবদান রাখছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈদেশিক বিভিন্ন উৎসের উপর নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে কমছে, যা ঋণের তহবিল ব্যবহারের ব্যাপারে তাদেরকে আরও সচেতন করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

সারণি ১০  
ক্ষুদ্রঋণ উৎসের বিবরণ

| উৎস | ২০০৭<br>(মিলিয়ন টাকা) | ২০০৬<br>(মিলিয়ন টাকা) | ২০০৫<br>(মিলিয়ন টাকা) |
|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                        |                        |                        |

<sup>১</sup>PKSF, Annual Report 2008; [http://www.pksf-bd.org/Annual\\_report2008/Loan\\_Disbursement\\_Status\\_of\\_the\\_Last\\_Five\\_Years.html](http://www.pksf-bd.org/Annual_report2008/Loan_Disbursement_Status_of_the_Last_Five_Years.html).

|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| ক. বাহ্যিক উৎস        | ৫৩৪০.১৪   | ৫১৬৭.১৪   | ৫০৫৩.৮৩   |
| ১. বৈদেশিক দাতাগোষ্ঠী | ৫০৭১.২৮   | ৫০১৮.৩৭   | ৪৮৮৭.৭৯   |
| ২. বৈদেশিক এনজিও      | ২৬৮.৮৬    | ১৪৮.৭৬    | ১৬৬.০৪    |
| খ. অভ্যন্তরীণ উৎস     | ৪৯,৭৫২.৭১ | ৪০,৯২৩.২৪ | ৩১৯৪০.৭০  |
| ১. নিজস্ব উৎস         | ২৮,৭২৯.৫৭ | ২৮,০৪১.৬২ | ২২,০০৯.৪৬ |
| ২. ধার                | ২১,০২৩.১৪ | ১২,৮৮১.৬২ | ৯,৯৩১.২৪  |
| ১) পিকেএসএফ           | ১৩৬২৮.১২  | ১০৮৫৩.২৬  | ৮৫০১.৭৫   |
| ২) সিডিএফ             | ২৮.৮৩     | ২৬.৭৫     | ২৩.৯৭     |
| ৩) স্থানীয় এনজিও*    | ১২৫৯.২৮   | ২৪৪.৯৫    | ১৯৩.২২    |
| ৪) অন্যান্য           | ৬১০৬.৯১   | ১৭৫৬.৬৭   | ১২১২.৩১   |
| মোট                   | ৫৫,০৯২.৮৫ | ৪৬,০৯০.৩৮ | ৩৬,৯৯৪.৫৩ |

\*নোট: স্থানীয় এনজিওদের মধ্যে ব্র্যাক, আশা এবং প্রশিকা অন্তর্ভুক্ত।

উৎস: Bangladesh Microfinance Statistics, CDF-InM, 2007।

### ৩.৩। মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়িত্বশীলতার নির্ধারকসমূহ

উপরোক্ত আলোচনা হতে এ কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করার সাথে সাথে বাহ্যিক উৎস থেকে ঋণের অর্থ সংস্থানের উপর নির্ভরশীলতা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে যেসব নির্ধারকসমূহ কাজ করছে তা চিহ্নিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে প্রবন্ধটির এই অংশে। নিচে কয়েকটি নির্ধারক সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

#### ক) প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন (Institutional Innovation)

মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন বলতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে স্বতন্ত্র কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করাকে বোঝায়, যার কাজই হবে মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থের যোগান দেওয়া। পলন্টা কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) হচ্ছে এমন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যা ক্ষুদ্রঋণ খাতের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি এবং তাতে পরিবর্তন সাধন করার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে (CGAP 2008)। একই সাথে প্রতিষ্ঠানটি মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো (regulatory structure) শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে।

#### খ) সদিচ্ছা এবং কঠোর দায়বদ্ধতা

ক্ষুদ্রঋণ খাতের সাফল্যের পেছনে কাজ করেছে গ্রামীণ ব্যাংক মডেল যার সৃষ্টি হয়েছিল গভীর সদিচ্ছা, দরিদ্রদের প্রতি কঠোর দায়বদ্ধতা এবং নেতৃত্বের দক্ষতা থেকে। গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষুদ্রঋণ সেবাকে দরিদ্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে সাহায্য করেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রসারের সময় কর্মী নিয়োগ ও তাদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রবাহের ব্যবস্থা এবং শিক্ষণ সংস্কৃতি (learning culture) প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। আর এই কারণেই ক্ষুদ্রঋণ খাতের স্থায়িত্বশীলতা অর্জিত হয়েছে অনেকাংশে।

## গ) শিক্ষণ এবং পরীক্ষণ

ক্ষুদ্রঋণ সেবার দ্রুত সম্প্রসারণ এবং স্থায়িত্বশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শেখা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করেছে। মাঠকর্মীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও সমস্যা ব্যবস্থাপকদের সাথে আলোচনা করার মাধ্যমে উঠে এসেছে ক্ষুদ্রঋণ সেবার প্রকৃত সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কি। এটা সম্ভব হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি ও কর্মীদের কার্যক্রম যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সাম্প্রতিক সময়ের তুলনামূলক শিথিল আর্থিক সেবাদানের ধারাটি মূলত গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া বা ফিডব্যাক এবং স্ট্যান্ডার্ড ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনার ফসল।

## ঘ) দরিদ্র-উপযোগী নতুন কার্যক্রম

গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের সাফল্যের পেছনে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে সাপ্তাহিক ছোট ছোট কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের সুবিধা। এই সুবিধা দরিদ্র খানাগুলোকে তাদের স্বল্প ও নিয়মিত আয় থেকে কিস্তি পরিশোধের সুবিধা করে দিয়েছে। নিয়মিত কিস্তি প্রদানের আরেকটি সুবিধা হলো যে, এর মাধ্যমে অনিয়মিত ঋণগ্রহীতাদের চিহ্নিত করে তত্ত্বাবধায়ক অফিসার এবং Peer Group Member'দের আগেভাগেই সম্ভাব্য ও বিদ্যমান সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতন করা যায় (Morduch 1999)। এই সবগুলো বিষয় মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক স্থায়িত্বশীলতার অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

## ঙ) সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ

ক্ষুদ্রঋণ খাতের প্রবৃদ্ধির পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা (সুদের হার এবং মূল্যস্ফীতির সাপেক্ষে)। সরকারে নিয়ন্ত্রণ এবং নীতি এ খাতের সামষ্টিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব নীতির মধ্যে আর্থিক উদারীকরণ (financial liberalization) এবং সুদের হারের শিথিলতা বা স্থিতিস্থাপকতা অন্যতম।

## ৪। স্থায়িত্বশীলতার পথে বাধা ও ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষতার সহিত কার্যক্রম পরিচালনার এবং পরিচালনা ব্যয়কে তুলনামূলক কম রাখার মাধ্যমে তাদের অশিড্ডত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। বস্তুত তারা আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা অর্জন করেছে প্রথমত মোট সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ ঋণ কার্যক্রমে ব্যয় করার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত উচ্চহারে ভর্তুকি দেওয়া উৎস থেকে অর্থের সংস্থান করার মাধ্যমে।

কিন্তু যেহেতু এই খাতটি ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেহেতু উচ্চহারে ভর্তুকি দেওয়া উৎস থেকে অর্থ সংস্থানের প্রতিযোগিতা দিনদিন বাড়বে এবং একই উৎসের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল হবার কারণে এই খাতের আর্থিক ব্যয় ধীরে ধীরে বাড়বে এবং মুনাফা অর্জন কমবে। এই অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা আশু জরুরি।

- (১) মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর মাইক্রোফিন্যান্স প্রডাক্ট (microfinance product) এর নতুন করে দাম নির্ধারণ করতে হবে;

- (২) নতুন উৎস থেকে অর্থসংস্থানের সন্ধান করতে হবে। যেমন: বাণিজ্যিক ঋণ বা স্বেচ্ছা সঞ্চয়। তবে বাণিজ্যিক উৎস থেকে ঋণ পাবার জন্য মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক দক্ষতা এবং স্থায়িত্বশীলতা অর্জন করতে হবে এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মুনাফা অর্জন করার সামর্থ্য থাকতে হবে;
- (৩) লগ্নীপত্রের মান (Portfolio quality) উন্নয়ন করতে হবে;
- (৪) ঋণের ঝুঁকি (loan risk) কমানোর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
- (৫) সহজবোধ্য write off policy নির্ধারণ করতে হবে।

### গ্রন্থপঞ্জি

অর্থ মন্ত্রণালয় (২০১০): বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) and the World Bank. (2004): “Scaling Up Poverty Reduction: Case Studies in Microfinance.” Paper presented at the Conference on “Global Learning Process for Scaling up Poverty Reduction,” held in Shanghai, 25–27 May, 2004.

Credit and Development Forum and Institute of Microfinance (2007): *Bangladesh Microfinance Statistics*.

Hulme, D. and P. Mosley (eds.) (1996): *Finance Against Poverty*. London: Routledge.

Microcredit Regulatory Authority (2009): NGO-MFIs in Bangladesh.

Morduch, J. (2000): “The Microfinance Schism.” *World Development*, 28 (4): 617.

Morduch, J. (1999): “The Microfinance Promise.” *Journal of Economic Literature*, 37 (December): 1569-1614.

Palli Karma-Sohayak Foundation- PKSF (2008): Annual Report. [http://www.pksf-bd.org/Annual\\_report2008/Loan\\_Disbursement\\_Status\\_of\\_the\\_Last\\_Five\\_Years.html](http://www.pksf-bd.org/Annual_report2008/Loan_Disbursement_Status_of_the_Last_Five_Years.html), Accessed on 3<sup>rd</sup> October, 2010.

PKSF ( ) : *Annual Report 2004*. [http://www.pksf-bd.org/annual\\_report2004/annual\\_report\\_cont.html](http://www.pksf-bd.org/annual_report2004/annual_report_cont.html), Accessed on 3<sup>rd</sup> October, 2010.

Sa-Dhan (2003): “Sustainability of Microfinance Interventions.” Perspective Paper No. 4. New Delhi: Sa-Dhan, August.

Asia Microfinance analysis and benchmarking report (2008): [http://www.themix.org/sites/default/files/2008AsiaMicrofinance\\_Analysis\\_and\\_Benchmarking\\_Report.pdf](http://www.themix.org/sites/default/files/2008AsiaMicrofinance_Analysis_and_Benchmarking_Report.pdf). Accessed on 3<sup>rd</sup> October, 2010.

Eastern Europe and Central Asia Microfinance Analysis and Benchmarking Report (2008): [http://www.cgap.org/gm/document1.9.36440/2008Eastern\\_Europe\\_Central\\_Asia\\_Microfinance\\_Analysis\\_and\\_Benchmarking\\_Report-English.pdf](http://www.cgap.org/gm/document1.9.36440/2008Eastern_Europe_Central_Asia_Microfinance_Analysis_and_Benchmarking_Report-English.pdf), Accessed on 3<sup>rd</sup> October, 2010.

MIX market- Financial Data and Social Performance Indicators for Microfinance Institutions. [www.mixmarket.org](http://www.mixmarket.org), Accessed on 3<sup>rd</sup> October, (2010):

Bangladesh Bank (2010): <http://www.bangladesh-bank.org/econdata/exchangerate.php>, Accessed on 3<sup>rd</sup> October, 2010.

